গাংনীতে ট্রলি চাপায় কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে ইট বোঝায় স্যালো ইঞ্জিন চালিত ট্রলি চাপায় কাল্লু মন্ডল নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া বাজারে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত কাল্লু মন্ডল গাংনী উপজেলার নিত্যানন্দনপুর গ্রামের সুষ্ঠু মন্ডলের ছেলে। নিহত কাল্লু মন্ডলের ভাতিজা মন্টু সরকার জানান, তার চাচা কাল্লু মন্ডল ছেলেদের জন্য ঢাকায় চাল পাঠাতে গাংনীতে যায়।

দুরপাল্লার একটি পরিবহনে চাল তুলে দিয়ে বাড়িতে ফেরার সময় বাঁশবাড়িয়া বাজারে রাস্তা পার হওয়ার সময় বেপরোয়া গতির ইটবোঝায় ট্রলি তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, কাল্লু মন্ডল বাঁশবাড়িয়া বাজারের রোড ডিভাইডারের পকেট রাস্তা পার হওয়ার সময় ট্রলি তাকে চাপা দিলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার পরে চালক ট্রলি ফেলে পালিয়ে গেছে।

গাংনী থানার এসআই আতোয়ার রহমান জানান, ভাটপাড়া রিপন ইটভাটার তিনটি ট্রলি মেহেরপুরের দিকে যাচ্ছিলো।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার দাস বলেন, দূর্ঘটনা স্থল থেকে সুষ্ঠু মন্ডলের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে গলায় ফাঁস দিয়ে কৃষকের আত্মহত্যা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পারিবারিক কলহের জেরে গলায় ফাঁস দিয়ে সাইদুর রহমান (৫০) নামে এক কৃষকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

রবিবার (৪ জানুয়ারি) গভীর রাতে উপজেলার তাহেরহুদা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাইদুর রহমান তাহেরহুদা গ্রামের মৃত সাবান আলী জোয়ার্দ্দার এর মেজ ছেলে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে শনিবার রাতে পারিবারিক কলহের জের ধরে বাসা থেকে বের হয়ে যায় সাইদুর।

পরবর্তীতে প্রতিবেশীরা তাকে অনেক খোঁজাখুঁজির পরে বাড়ির পাশে গাছের সাথে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে। উদ্ধারের পর দেখা যায় অনেক আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। পরে তারা পুলিশে খবর দেয়।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ গোলাম কিবরিয়া বলেন, খবর পাওয়ার সাথে সাথে পুলিশ পাঠিয়েছি, অত্মহত্য মনে হচ্ছে তবে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান তিনি।

মুজিবনগরে কৃষকদের প্রণোদনার নামে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় কৃষকদের লক্ষ্য করে প্রণোদনার নামে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে কিছু অসাধু ব্যক্তি কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি প্রণোদনা দেওয়ার কথা বলে নগদ টাকা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, এমনকি বিকাশ নম্বর পর্যন্ত দাবি করছে— এমন তথ্য জানিয়েছে উপজেলা কৃষি অফিস।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আব্দুল মোমিন স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সরকারি প্রণোদনা পাওয়ার জন্য কোনো কৃষকের কাছ থেকে নগদ টাকা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর অথবা বিকাশ নম্বর নেওয়ার সুযোগ নেই। কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী কখনোই এ ধরনের তথ্য চাইবেন না।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সম্প্রতি প্রতারক চক্র বিভিন্ন কৌশলে কৃষকদের ভুল পথে পরিচালিত করছে এবং অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই এমন কোনো দাবি এলে কৃষকদের তাৎক্ষণিকভাবে উপজেলার কৃষি অফিস অথবা সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি দপ্তর জানিয়েছে, সরকারি প্রণোদনার সব কার্যক্রম সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। তাই কোনো অবস্থাতেই কারও কাছে ব্যক্তিগত তথ্য বা টাকা প্রদান না করতে কৃষকদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রতারণা রোধে এলাকায় সচেতনতা বাড়াতে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গার বাঁশবাড়িয়ায় ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে কৃষকের আত্মহত্যা

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে না পেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন কৃষক ইকরামুল হক মোহন (৩৫)। গতকাল মঙ্গলবার সকালে নিজের বাড়িতে এই করুণ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও পারিবারিকসূত্রে জানা গেছে, মোহন ওই গ্রামের কাউসার আলির ছেলে। পেশায় তিনি একজন কৃষক ছিলেন। প্রায় এক বছর আগে তার মেরুদণ্ডে হাড়ক্ষয় রোগ ধরা পড়ে, যার ফলে তিনি ভারী কাজ বা

দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না।

চিকিৎসার ব্যয় এবং সংসারের খরচ চালাতে মোহন স্থানীয় কয়েকটি এনজিও থেকে ঋণ নেন। কিন্তু অসুস্থতার কারণে উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কিস্তি পরিশোধ করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা জানান, শেষ কয়েক মাসে এনজিও কর্মীদের ধারাবাহিক চাপ ও ঋণের ভয় তাকে মানসিকভাবে ভেঙে দিয়েছে।

বাঁশবাড়িয়ার স্থানীয়রা বলেন, “মোহন খুবই সহজ-সরল মানুষ ছিলেন। অসুস্থ হওয়ার পর তাকে মানসিকভাবে খুব বেশি ভেঙে পড়তে দেখেছি। আজ তার মৃত্যুতে পুরো গ্রামে শোকের ছায়া ফেলেছে।”

পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ঘটনাটি খতিয়ে দেখছেন। তবে এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃপক্ষের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল জানান, এ বিষয়ে প্রাথমিকভাবে থানায় একটি ইউ ডি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়ায় পল্লীবিদ্যুতের কেবি চুরি, কৃষকরা বিপাকে

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়ায় পল্লীবিদ্যুতের কেবি চুরিতে তোলপাড়। কৃষক থেকে সাধারণ মানুষ চরম বিপাকে পড়েছে। ভাংবাড়ীয়ার নিমতলা ও খামার মাঠে গভীর রাতে সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তচক্রের দুঃসাহসিক হানা। সব মিলিয়ে কৃষকরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন।

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের নিমতলা ও খামার মাঠ এলাকায় পল্লী বিদ্যুতের কেবি চুরির ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত গভীর রাতে সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তচক্র পরিকল্পিতভাবে এই চুরির ঘটনা ঘটায়। এতে পল্লীবিদ্যুতের মোট ৪টি কেবি (কন্ট্রোল বক্স) চুরি হয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভাংবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা রাজু আহম্মেদের মটরে স্থাপিত ১টি কেবি এবং একই গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সুজন আলী মেম্বারের খামার মাঠে অবস্থিত বোরিংয়ের ৩টি কেবি খুলে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। রাতের আঁধার ও নির্জন পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে চোরচক্র নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়।

চুরির ফলে সংশ্লিষ্ট মটর ও বোরিং সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে পড়েছে। এতে সেচ কার্যক্রম বন্ধ থাকায় মাঠে থাকা ফসল ক্ষতির ঝুঁকিতে পড়েছে। শুষ্ক মৌসুমে বোরিংনির্ভর কৃষিকাজ ব্যাহত হওয়ায় সব মিলিয়ে কৃষকরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

এলাকাবাসীরা জানান, ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নে এর আগেও একাধিকবার পল্লী বিদ্যুতের সরঞ্জাম চুরির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ায় দুর্বৃত্তচক্র আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। দ্রুত অপরাধীদের সনাক্ত করে গ্রেপ্তার, রাত্রীকালীন টহল জোরদার এবং বিদ্যুৎ স্থাপনায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় কৃষক ও সচেতন মহল।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। থানা পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শনসহ চোরচক্র সনাক্তে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দ্রুত চুরি হওয়া কেবি উদ্ধারের পাশাপাশি জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ঝিনাইদহের বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে প্রতারণার

অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে এবার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে।

কৃষকের সহযোগিতা, কৃষিভিত্তিক এনজিওতে চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ আত্মসাৎ, জমি বন্ধক নিয়ে টাকা না দেওয়াসহ নানা প্রতারণার অভিযোগ করেছেন স্থানীয় ভুক্তভোগীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের নার্সারি নিজের দেখিয়ে ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার হাতিয়ে নেয় প্রতারক ইদ্রিস আলী। সে সময় স্থানীয় কৃষি বিভাগ ও কৃষি সংগঠনগুলো তাকে সংবর্ধনা প্রদান করে। সেটাকেই পুঁজি করে শুরু হয় তার প্রতারণা।

কিছুদিন পর তিনি ‘কৃষক কল্যাণ সংস্থা’ নামে কৃষিভিত্তিক একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করেন। সেই এনজিওতে চাকরি দেওয়ার নামে ওই এলাকার ১০ থেকে ১৫ জন যুবক-যুবতীর কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তার বিরুদ্ধে জমি লিজ নিয়ে সেই জমি বন্ধক রাখার অভিযোগও রয়েছে।

ভুক্তভোগী আসাদুজ্জামান খান লাবু বলেন, আমার কাছ থেকে ১৫ বছর আগে ৭ বিঘা জমি লিজ নিয়েছিল ইদ্রিস আলী। শুরুর দিকে লিজের টাকা দিলেও পরে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, আমার জমি অন্য কৃষকের কাছে বন্ধক রেখেছে। এখন আমি জমিও পাচ্ছি না, আবার টাকাও পাচ্ছি না।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, লক্ষীপুর জমাদ্দার পাড়ায় জৈব সার কারখানা তৈরি করেছেন ইদ্রিস আলী। সেই কারখানায় মোট ৪ জন শেয়ার রয়েছে। ৩ জনের কাছ থেকে ১৪ লাখ টাকা নিয়ে শুরু করলেও এখন সকল মুনাফা একাই ভোগ করছেন। মূলধনের টাকা ফেরত চাইলে উল্টো থানায় অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করছেন।

দ্রুত এই প্রতারকের বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত ইদ্রিস আলীকে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি সামসুল আরেফিন বলেন, আমার কাছে কোনো

অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দিনমজুর কৃষক নিঃস্ব

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের পাগলা পাড়ায় গতকাল রবিবার রাতে এক হৃদয়বিদারক অগ্নিকাণ্ডে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন দিনমজুর কৃষক আনিসুজ্জামান।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, রাত আনুমানিক ১০টার দিকে হঠাৎ তার বাড়ির রান্নাঘর দিক থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়ে বাড়ির রান্নাঘর, গোয়ালঘর ও বসতঘরের গুরুত্বপূর্ণ অংশে।

স্থানীয়রা জানান, আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে কাউকে কিছু বাঁচানোর সুযোগই হয়নি। গোয়ালঘরে থাকা একটি গরু পুড়ে মারা যায়, যা পরিবারের জন্য সবচেয়ে বড় আর্থিক ক্ষতি হিসেবে ধরা হয়েছে। এছাড়া প্রায় পঞ্চাশটি দেশি মুরগি, ধান, চাল, গম, ভুট্টা, আসবাবপত্র, ঘরের টিনসহ ঘরের প্রায় সব মালামালই মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

অগ্নিকাণ্ডে আনিসুজ্জামান পরিবারের আনুমানিক দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ফলে পরিবারটি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়েছে এবং শোকে স্তব্ধ হয়ে গেছে পুরো পাড়া।

ঘটনার খবর পাওয়ার পর ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি পরিদর্শন করে পরিবারের সার্বিক খোঁজখবর নেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন। অগ্নিকাণ্ডে প্রাণী ও সম্পদের এমন ধ্বংসযজ্ঞ দেখে তিনি গভীর শোক প্রকাশ করেন।

দিনমজুর আনিসুজ্জামানের পরিবার দৈনিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায়

আগুনে ঘরবাড়ি, খাদ্যশস্য, গরু-মুরগি সব হারিয়ে এখন দিশেহারা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। গ্রামবাসী জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে জরুরি ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন, যাতে তারা পুনরায় ঘরবাড়ি গড়ে তুলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন।

জীবননগরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে ধানবীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বোরো হাইব্রিড, বোরো উফশী ধানবীজ ও রাসায়নিক সার সহায়তা প্রদানের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকালে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে এসব ধানবীজ ও বিভিন্ন প্রকার সার বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে রবি মৌসুমে বোরো হাইব্রিড ও বোরো উফশী ধান ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে জীবননগর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে ধানবীজ ও রাসায়নিক সার সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আল আমীন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দজাদী মাহাবুবা মঞ্জুর মওনা, কৃষি কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জুয়েল শেখ, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা জামিল আকতার, সমাজসেবা কর্মকর্তা জাকির হোসেন মোল্লা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. পারভেল রানা, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা

বীরেন্দ্র, শাহ আলম, দেলোয়ার হোসেন, শিমুল পারভেজসহ কৃষকবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ৬৪০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিঘা প্রতি ৫ কেজি বোরো উফশী ধানবীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হয়। এছাড়া ২০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিঘা প্রতি ২ কেজি করে বোরো হাইব্রিড ধানবীজ প্রদান করা হয়।

এসময় কৃষকদের বীজ ও রাসায়নিক সারের যথাযথ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয় এবং বোরো ধান চাষাবাদ ও বালাই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

আলমডাঙ্গায় ৯’শ কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তায় সরকারের প্রণোদনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আলমডাঙ্গায় রবি/২৫–২৬ মৌসুমে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয় চত্বরে এ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. মাসুদ হোসেন পলাশ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশিষ কুমার বসু।

তিনি বলেন, সরকার কৃষকদের শক্তিশালী করতে বিভিন্ন প্রণোদনা দিচ্ছে। আপনারা এ সহায়তার সঠিক প্রয়োগ করলে কৃষি উৎপাদন বাড়বে। দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষকদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ

মো. উদয় রহমান, সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. আব্দুস সামাদ, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. আহসান উল হক শাহীন, মো. আব্দুর রফিক, মো. নাজমুল হোসেন, মো. আশরাফুল আলম এবং উচ্চমান সহকারী মো. আমির সোহেল।

অনুষ্ঠান শেষে মোট ৯০০ জন কৃষকের মধ্যে প্রত্যেককে ৫ কেজি উফশী ধানের বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হয়। সব মিলিয়ে বিতরণ হয়েছে ৪ হাজার ৫০০ কেজি উফশী ধানের বীজ, ৮ হাজার ১০০ কেজি ডিএপি সার এবং ৮ হাজার ১০০ কেজি এমওপি সার।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তারা জানান, এ প্রণোদনা রবি মৌসুমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং কৃষিতে ব্যয়ের চাপ কমাবে।

ঝিনাইদহে ২৫’শ কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার বীজ বিতরণ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় রবি মৌসুমকে সামনে রেখে ২৫০০ কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে ধানের বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে রবি মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় বোরো উফশী ও বোরো হাইব্রিড ধান এর আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব সার বীজ বিতরণ করা হয়।

সোমবার (ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে এসব সার ও বীজ বিতরণ করা হয়। সার ও বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনেআরা, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. নূর এ নবী, অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা (সদর) জুনায়েদ হাবীব, সদর কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মীর রাকিবুল ইসলাম।

কৃষি অফিস জানিয়েছে, আসন্ন রবি মৌসুমে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ও হাইব্রিড ধানের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদর উপজেলার মোট

২৫০০ কৃষককে বিনামূল্যে সার ও বীজ দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে দুই হাজার কৃষকের মাঝে জনপ্রতি ৫ কেজি বোরো (উফশী) ধানের বীজ ও ৫০০ কৃষকের মাঝে জনপ্রতি ২ কেজি হাইব্রিড ধানের বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

এছাড়া উপকারভোগী প্রত্যেক কৃষককে ১০ কেজি এমওপি ও ১০ কেজি ডিএপি সার দেয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে মোট ১১ মেট্রিক টন ধানের বীজ ও ৪০ মেট্রিক টন সার বিনামূল্যে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়।